কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : খাদ্য ও কৃষি

(Kautilya's Arthasastra : Food and Agriculture)

শ্রী মনোরঞ্জন দে. (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায় উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থা। মৌর্যযুগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌটিল্য পানিসেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই যুগে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খামারে পুকুর, কুয়া এবং নদী হইতে খাল খননের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাধারণ কৃষকরা এই সেচ সুবিধা বিভিন্ন হারে সেচ কর (irrigation tax) প্রদানের মাধ্যমে ভোগ করিতে পারিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কৌটিল্য নূতন নতুন 'আদর্শ গ্রাম' (model) স্থাপনের সুপারিশ করেন। এইসব গ্রামে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে পানি সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভার (reservoirs) নির্মাণ এবং নদী হইতে খাল খননের ব্যবস্থা করা হইত। যেসব ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে পানি সেচের জন্য রিজার্ভার নির্মাণ, পুকুর বা কুয়া খননের উদ্যোগ গ্রহণ করিত তাহাদেরকে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিত। আবার পানি সংরক্ষণের ব্যাপারে যেকোন ধরনের যৌথ উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উৎসাহিত করা হইত। এইসব ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় সেকালীন যুগেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌটিল্য শুধু প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল থাকার স্বপক্ষে ছিলেন না।

কৌটিল্য পানি সেচ সুবিধার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা—বিশেষত স্বেচ্ছাশ্রম বড় বড় পানি রিজার্ভার নির্মাণের সুপারিশ করেন। গ্রামাঞ্চলে যেসব ধনী লোক এই ধরনের রিজার্ভার নির্মাণ বা খাল খননের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিত না সেখানে তাহাদের নিজেদের চাকর বা ভাড়া করা লোক পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল। এইভাবে পানি সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যাপারে ধনীদেরকে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইত। গরীব লোকরা এই ধরনের যৌথ কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বিনামূল্যে নিজেদের জমিতে পানি সেচ সুবিধা ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু ধনীদেরকে উক্ত সুবিধা ভোগ করার জন্য অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইত। প্রবন্ধ লেখকের জানামতে এই ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের যশোহর জেলায় ১৯৭৭-৭৮ সালে 'উলসী-যদুনাথপুর' এলাকায় প্রচলন করা হয়। উক্ত উদ্যোগ প্রশংসনীয় ছিল। তবে নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এই উদ্যোগের প্রসার দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় নাই। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে কৌটিল্য কত দূরদর্শী ছিলেন!

এই কথা সত্য যে জনগণের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় ভাল কিছু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক হইতে পারে। কৌটিল্য এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার সময়ে পুরাতন, নূতন এবং মেরামত সম্পন্ন পানি সংরক্ষণাগার দেশের কোন্

কোন্ অঞ্চলে আছে তাহার হিসাব/সংখ্যা রাষ্ট্র সংরক্ষণ করিত। এই কারণে তৎকালীন যুগে রাষ্ট্রের পক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পানি সেচ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল। কৌটিল্যের সময় পানিসেচের উপরোক্ত উৎস যাহাতে সব সময় ব্যবহার করা যায় সেজন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। আবার অপ্রয়োজনীয় পানি যেন শস্যাদির ক্ষতিগ্রস্ত না করিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং সাহায্য-সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করা হইত। কোন লোক এই বাঁধ এবং পানি সংরক্ষণাগারের কোন ক্ষতি করিলে তাহার সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এমনকি পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত কোন বাঁধ বা পানি সংরক্ষণাগারের কোন ক্ষতি করিলে অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে জরিমানা করা হইত। প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত মত এই যে আমাদের মত অনুন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানিসেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌটিল্যের উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা অবস্থা-ভেদে অনুসরণ করা যাইতে পারে।

পানি সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে-কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ দেওয়ার সুপারিশ কৌটিল্য করেন। তিনি এক্ষেত্রে কর মওকুফের সুপারিশ করেন। তৎকালীন যুগে কোন ব্যক্তি নুতন কোন জলাধার নির্মাণ করিলে তাহার বেলায় পাঁচ বছরের কর মওকুফ করা হইত। পুরাতন জলাধার সংস্করণ/রক্ষণাবেক্ষণ করিলে বিবেচ্য ব্যক্তিকে চার বছরের কর মওকুফ করা হইত। জলাধার পরিষ্কার রাখা হইলে এই সুবিধা তিন বছরের জন্য এবং শুকনা জমি চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান করিলে সেক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা দুই বছরের জন্য প্রদান করা হইত। যদি কোন জলাধারের মালিক পাঁচ বছর উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করিত অথবা উক্ত জলাধার পানি সেচের কাজে ব্যবহার করিতে না দিত তবে উহার মালিকানা রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া নিত। এইসব ব্যবস্থা হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে কৌটিল্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সেচের উপর কতটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এইদিক সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মূলত নীরব বলা যায়। অথচ চার হাজার বছর পূর্বে উৎপাদন ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের যে গুরুত্ব আছে তাহা কৌটিল্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের দুঃখবাদ ধারণা গ্রামাঞ্চলের অনেক কর্মক্ষম মানুষকে উৎপাদনবিমুখ করিয়া তুলিতে আরম্ভ করে। ফলে কৃষি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে কর্মক্ষম লোকের অভাব দেখা দিতে থাকে। কৌটিল্য এই ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দেন। যে সব কর্মক্ষম মানুষ পরিবার পরিজন প্রতিপালনে এবং উৎপাদনশীল কাজে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিত তাহাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেন। কর্মক্ষম লোকের জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে কোন সক্ষম লোক কৌটিল্যের সময় ধর্মীয় কারণে উৎপাদন কাজে অবহেলা করিতে পারিত না। এমনকি শস্যবীজ বপন এবং তোলার সময়—অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের ব্যস্ত মওসুমে যাহাতে গ্রামাঞ্চলের জনশক্তি পুরাপুরি ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সময়ে গ্রামাঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় গান-বাজনার জলসা, যাত্রা, নৃত্য ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার সুপারিশ করেন। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাহার দূরদর্শিতা কতটুকু ছিল। কৌটিল্যের উপরোক্ত সব ব্যবস্থা হইতে আমাদের মত জনসংখ্যাধিক্য এবং খাদ্য সমস্যা প্রপীড়িত দেশের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে—এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(চলবে)